তারিখ ... 31 MAR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

সংবাদ

বঙ্গবন্ধুর ছবি থাকবে অফিস আদালত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

● মন্ত্রিসভায় সিদ্ধান্ত

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সব সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস, আদালত, বিদেশে বাংলাদেশের দূতাবাস এবং স্কুল-কলেজে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি টানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। একই সঙ্গে সরকার প্রধান হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতিকৃতিও থাকবে। গতকাল ছবি : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ২

ছবি : বঙ্গবন্ধুর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সেগুনবাগিচা সচিবালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিয়মিত বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ ছাড়াও বৈঠকে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা-২০০৯, বীমা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন-২০০৯ ও বীমা আইন-২০০৯-এ ৩টি প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। এ সময় বৈঠকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সদস্য ও সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

গতকাল মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠক শেষে প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব আবুল কালাম আজাদ এক প্রেস ব্রিফিংয়ে বৈঠকে আলোচনার বিষয়ে সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশকে ১০ বছরের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ৩০ বছরের মধ্যে উন্নত দেশের কাতারে নিয়ে যাওয়া জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালার অন্যতম লক্ষ্য। এ নীতির আলোকে স্বল্পমেয়াদে ১৮ মাসের, মধ্যমেয়াদে ২২ বছরের এবং দীর্ঘমেয়াদে আরও ১০ বছরের কর্মপরিকল্পনা করা হবে, যাতে তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও জবাবদিহি নিশ্চিত হবে।

প্রেস সচিব বলেন, জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ১৯৯৭ সালে তৎকালীন সরকার প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি উন্নয়নের লক্ষ্যে সময়োপযোগী একটি নীতিমালা প্রণয়ন করে সামাজিক সমতা, উৎপাদনশীলতা, শিক্ষা, গবেষণা, কর্মসংস্থানের সুযোগ, রপ্তানি উন্নয়ন, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিবেশ, জলবায়ু ও আইসিটিতে সহায়তা করে এ লক্ষ্যগুলো বাস্তবায়ন করা এ নীতিমালার লক্ষ্য।

বৈঠকে বীমা খাতের সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান এবং বীমা কাজের স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বীমা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন-২০০৯ অনুমোদন করা হয়। এর কার্যকাল থাকবে ৩ বছর। স্বচ্ছতার জন্য প্রতি বছর কর্তৃপক্ষ বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করে তা জমা দেবে। এ আইনের আওতায় বীমা রেগুলেটরি তহবিল গঠন করা হবে। বীমা আইন-২০০৯-এ বলা হয়েছে, এখন থেকে জীবন ও অজীবন বীমা হবে। এ বীমার অর্থ জনকল্যাণে ব্যবহার নিশ্চিত করাই এ আইনের লক্ষ্য।